50693 - নির্দিষ্ট কোনো রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে সুনিশ্চিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

প্রশ্ন

অন্য কোনো রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় না করে শুধু লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার বিধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতেইবাদত করার মহান ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মহান প্রতিপালক উল্লেখ করেছেন যে, এই রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেনযে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে নামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহমাফ করে দেয়া হবে।

আল্লাহতাআলা বলেছেন:

১. নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছিলাইলাতুল কদরে। ২. তোমাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল ক্দর কি? ৩. লাইলাতুল ক্দর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ৪. সেরাতে ফেরেশতারাও রূহ (জিবরাইল) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েঅবতরণ করেন। ৫. শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল কদর, ৯৭: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্দরেনামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও মুসলিম (৭৬০)]হাদিসে“ঈমান সহকারে”কথাটির অর্থ হচ্ছে- এই রাতের মর্যাদা ও বিশেষ আমল শরিয়তসম্মত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর “প্রতিদানের আশায়” কথাটির অর্থ হচ্ছে- নিয়তকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করা।

দুই :

কোনেরাতটলিাইলাতুলক্দরতানয়িে‘আলমেদেরেমাঝবেভিন্নি অভমিতরয়ছে।‘ফাত্হুল বারী’ গ্রন্থউেল্লখে করাহয়ছে যেএ সংক্রান্ত অভমিত৪০ টরিউপরে পৌঁছছে। এক্ষত্রেসেবচয়েসেঠকিমতহললাইলাতুল কদররমজান মাসরেশষেদশকরেকোনএক বজোেড়রাত।

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হয়ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে: “রমজানরে শষে দশকরে বজোেড় রাতগুলোতেলোইলাতুল ক্দর অনুসন্ধান কর।”[সহীহ বুখারী (২০১৭) ও সহীহমুসলমি (১১৬৯), তবে শব্দচয়ন ইমাম বুখারী]

ইমাম বুখারী এই হাদসিটরি শরিোনাম লখিছেনে“রমজানরে শষে দশকরে বজোেড় রাত লাইলাতুল ক্দর অনুসন্ধান”। এই রাতটি গোপন রাখার পছেনে রহস্য হল মুসলমানদরেকে রমজানরে শষে দশকরে সবগুলো রাতে ‘ইবাদত-বন্দগেী, দোয়াও যকিরিরে উপর সক্রয়ি রাখা। একই রহস্যরে কারণে জুমার দনিরেযে সময়টতিে দোয়োকবুল হয় তা সুনর্দিষ্টি করে দয়ো হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ঐ ৯৯ টি নাম সুনর্দিষ্টি করে দয়ো হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারনেবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:“যে ব্যক্তনিামগুলো গণনা করবে [অর্থাৎমুখস্ত করব,ে এর অর্থ বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করব]ে সে জান্নাতে প্রবশে করব।ে”[সহীহ বুখারী (২৭৩৬) ও সহীহ মুসলমি (২৬৭৭)] হাফজে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“তাঁর বক্তব্যঅর্থাৎইমামবুখারীর বক্তব্য“পরচ্ছিদে: রমজানরেশষেদশকরেবজোেড়রাতলোইলাতুলক্দরঅনুসন্ধান”এইশরিোনাম থকেে লাইলাতুলক্দররমজান মাসে হওয়া,রমজানরে শষে দশকে হওয়া এবং শষেদশকরেবজোেড়কোনে রাতে হওয়ার ব্যাপারে প্রবলইঙ্গতিপাওয়াযায়। কন্তিু সুনর্দিষ্টিভাবে সটেকিোনরোত- এমনকোনে ইঙ্গতি পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদসিরে বর্ণনাগুলো একত্রতি করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে উঠ।ে”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০)]

তনিি আরও বলছেনে :

‘আলমেগণ বলনে, এই রাতটরি নর্দিষ্টি তারখি গোপন রাখার পছিনে হকিমত হল মানুষ যনে এ রাতরে মর্যাদা লাভরে জন্য চষ্টো সাধনা কর।ে নর্দিষ্টি তারখি জানা থাকলে মানুষ শুধু নর্দিষ্টিভাবে সইে রাতে ইবাদত-বন্দগেীকরত।একই ধরনরে ব্যাখ্যা জুমার দনিরে (দোয়োকবুলরে) সুনর্দিষ্টি সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইতপিূর্বউেল্লখে করা হয়ছে।ে”[ফাত্হুল বারী (৪/২৬৬)]

তনিি: পূর্বোক্তআলোচনার ভত্তিতিে বলা যায় য,ে কারো পক্ষে নর্দিষ্টি কোনরোতরে ব্যাপারে এ নশ্চিয়তা দয়ো সম্ভব নয় য,ে এটাই‘লাইলাতুল ক্দর’। বশিষেতঃ যখন আমরা জানি য,েনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএটি কোনে রাত তা সুনর্দিষ্টিভাবে উম্মতকে জানাতে চয়েছেলিনে। কন্তিু পরে তনিি জানয়িছেনে য,ে আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠয়িে নয়িছেনে। উবাদা ইবনসোমতি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি য,ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লাম ‘লাইলাতুল ক্দর’ এর ব্যাপারে খবর দতিে বরে হলনে।এ সময় দু’জন মুসলমানঝগড়া করছলিনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললনে :

“আমি আপনাদরেকে ‘লাইলাতুল ক্দর’ এর ব্যাপারে অবহতি করতে বরে হয়ছেলিাম। কনি্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ববিাদে লপি্ত হওয়ায়তা (সইে জ্ঞান) উঠয়িে নয়ো হয়ছে। আশা করি উঠয়িে নয়োটা আপনাদরে জন্য বশে ভাল হয়ছে। আপনারা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চম (২৫ তম) তারখিে এর সন্ধান করুন।”[সহীহ বুখারী (৪৯)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরিআলমেগণ বলনে:

“রমজান মাসে নর্িদষি্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্দর হসিবেে চহি্নতি করার জন্য সুস্পষ্ট দলীলরে প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতরে চয়েে শষে দশকরে বজোেড় রাতগুলোর কোন একটতিে হওয়ার সম্ভাবনা বশে।ি আর এর মধ্যে ২৭তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনা সবচয়েে বশে।ি বভিন্নি হাদসি থকেে এ ইঙ্গতি পাওয়া যায়।এ বষিয়টি আমরা ইতপূর্বওে উল্লখে করছে।ি”

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়মিা (ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলমিরে নর্িদষি্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্দর হসিবেে চহি্নতি করা উচতি নয়। কারণ এতে করে এমন বষিয়ে নশ্চিয়তা প্রদান করা হয়, আসলে যে বষিয়ে নশ্চিয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এবং এতে করব্েযক্তি নজিকেপ্েরভুত কল্যাণ থকেে বঞ্চতি করার সম্ভাবনা তরৈী হয়। হতে পারে লাইলাতুল কদর ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম রাত।ে তাই কউে যদি শুধু ২৭তম রাতে নামায আদায় করে এতে করতেনিি অফুরন্ত কল্যাণ থকেে বঞ্চতি হবনে এবংএই মুবারকময় রাতরে ফজলিত হারাবনে। সুতরাং একজন মুসলমিরে উচতি গোটা রমজান জুড়ে আনুগত্য ও ‘ইবাদতরে কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো। আর শষে দশকে আরো বশেি তৎপর হওয়া। এটইি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আদর্শ।আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি যে তনিি বলনে :“(রমজানরে শষে) দশ রাত্রি শুরু হলে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বঁধেে নামতনে। তনিি নজিে রাত জগেে ইবাদত করতনে এবং তাঁর পরবিারবর্গকে (ইবাদাতরে জন্য)জাগয়িে দতিনে।” [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলমি (১১৭৪)] আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।